যীশুর পরীক্ষা ৩

(Temptation of Jesus-Part III)

লূক লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় ১-১৩ পদ

যে অবাধ্যতার পাপ আমাদেরকে আমাদের পিতা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যীশু পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এখন তার জন্য প্রয়োজন ছিল, তাঁর সামগ্রিক জীবনে পিতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা, কেবল সেই পিতারই ইচ্ছা পালন। শয়তান তাই, সেই পিতার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে যীশুকে বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্ররোচিত করেছে। প্রথম পরীক্ষায় শয়তান যখন যীশুকে তাঁর ক্ষুধা দূর করার জন্য পাথরকে রুটি করার পরামর্শ দিয়েছিল, তখন সে তার দ্বারা যীশুর প্রতি পিতা ঈশ্বরের **প্রেমকে** কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। আবার, দ্বিতীয় পরীক্ষায় শয়তান যখন যীশুকে ক্রুশকে এড়িয়ে জগতের সমস্ত রাজ্যের উপর উপর কর্তৃত্ব দানের লোভ দেখিয়েছিল, তখন তার দ্বারা যীশুর প্রতি পিতা ঈশ্বরের **আশাকে** প্রশ্ন করেছিল (ইব্রীয় ১২:১-৩)। আর মন্দিরের চূড়া থেকে যীশুকে ছাঁপ দিতে বলে শয়তান যীশুর প্রতি পিতা ঈশ্বরের **বিশ্বস্ততাকে** সেই প্রশ্ন করেছে, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা (গীত ৯১:১১-১২) পূর্ণ করবেন কি না। এইভাবে, আমরা যখন যীশুর প্রতি শয়তানের একের পর এক পরীক্ষাকে দেখি, তখন আমরা প্রথম আদমকে স্মরণ করতে পারি, আমাদের **মস্তক** হিসাবে যাঁরও পরীক্ষা করা হয়েছিল, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁর জীবন সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করবে কি না, তা দেখতে। কিন্তু আদম সেই পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল, সে সদাপ্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি, তাঁর প্রভুর অনুগ্রহকে সে বর্জন করেছিল। এখন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট যখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রজা আমাদের চুক্তির **মস্তক** হয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁকেও প্রথম আদমের মতো সেই পরীক্ষার মুকাবিলা করতে হয়েছিল (রোমীয় ৫:১২-২১)। কারণ, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রজা আমাদের সেই চুক্তিকে শয়তান ভাঙ্গতে চেয়েছিল। তাই, এই পরীক্ষায় খ্রীস্ট কেবল বাধ্যতা প্রদর্শন নয়, কিন্তু প্রথম আদম যা ধ্বংস করেছিল, তার পুনঃস্থাপনও করেছেন। আর তাই, বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে প্রথম আদমের থেকে তাঁকে অনেক বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অন্যদিকে, জাতি হিসাবে ইস্রায়েলও প্রান্তরে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল, এবং তারাও পতিত হয়েছিল। ১যোহন ২:১৬ পদে বলা হয়েছে, ***"কারণ জগতে যা কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা থেকে নয়, কিন্তু জগৎ থেকে হয়েছে।"*** এখন, উপলব্ধি করার বিষয় হল, প্রথম আদম বা ইস্রায়েল যখন জগতকে ভালোবেসে জগতের এই সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেছিল, তখন দ্বিতীয় আদম, তথা প্রকৃত ইস্রায়েল জগতের এই সমস্ত অভিলাষের উপর জয়লাভ করেছেন ও শেষ পর্যন্ত পিতার ইচ্ছাই পালন করেছেন।

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও একইভাবে জগতের ঐ সমস্ত অভিলাষের দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে চলেছি এবং তার দ্বারা আমরা জগতকে ভালোবাসি না ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছি। এই পরীক্ষায় যখন আমরা পতিত হই, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু তার দ্বারা আমরা যে সত্যকে অস্বীকার করে থাকি, তা হল, প্রথম আদম যখন এদেন উদ্যানের মতো স্বর্গীয় পরিবেশে পাপে পতিত হয়েছিল; কিংবা মোশির নেতৃত্বে ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ সরাসরি পরিচালনার মধ্যেও যখন ইস্রায়েল পরীক্ষায় ফেল করেছিল, তখন কিন্তু প্রান্তরের ন্যায় **সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে**, **একাকী**, **দীর্ঘ ৪০ দিনের উপবাসের** মধ্যেও আমাদের প্রভু সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর থেকে যে সত্য আমরা উপলব্ধি করি, তা হল, পরিবেশ বা পরিস্থিতি মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হল আমাদের হৃদয় (আমরা মনে রাখব, এদেন উদ্যানের মতো সর্বোত্তম পরিবেশেই মানব জগতের প্রথম পাপ সাধিত হয়েছিল)। তাই, হিতোপদেশ ৪:২৩ পদে জ্ঞানী শলোমন এমন কথা বলেছেন, ***"সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কারণ তা থেকে জীবনের উদগম হয়।"***

যীশুর প্রতি পিতা ঈশ্বরের বিশ্বত্বতার প্রতি সন্দেহ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পোষন করাতে শয়তান যীশুকে জেরুশালেম মন্দিরের চূড়ায় উপস্থিত করেছিল। লূক ৪:৯-১১ পদে বলা হয়েছে, *"আর সে (শয়তান) তাঁকে (যীশুকে) জেরুশালেমে নিয়ে গেল, ও ধর্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাল, এবং তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এ স্থান থেকে নিচে পড়;' কারণ লেখা আছে, 'তিনি নিজের দূতদের তোমার বিষয় আজ্ঞা দেবেন, যেন তাঁরা তোমাকে রক্ষা করে;' আর 'তাঁরা তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন, পাছে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত লাগে'।"* জেরুশালেম হল প্যালেষ্টাইন দেশের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শহর। আর জেরুশালেম ধর্মধাম ছিল সেই এলাকার সবথেকে উঁচু অট্টালিকা। সেই ধর্মধামের চূড়ায় উপস্থিত হবার অর্থ, সেখান থেকে যীশু যেমন সমস্ত শহরকে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনই নিচে সবাই তাঁকে দেখতে পারত। ধরা যেতে পারে চিন্তায় বা দর্শনের মাধ্যমে শয়তান যীশুকে এইভাবে মন্দিরের চূড়ায় উপস্থিত করেছিল। যাইহোক, এর দ্বারা যীশুর প্রতি পিতা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে যাচাই করতে শয়তান যীশুকে প্রলুব্ধ করেছে।

এর আগে আমরা দেখেছি, যীশু ঈশ্বরের বাক্যের মাধমেই শযতানের দুটি পরীক্ষার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। আর তাই, শয়তান এখানে যীশুর কাছে এসে এমন কথা বলতে চেয়েছে, *"আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি শাস্ত্রকে খুব ভালোবাস। কিন্তু আমিও শাস্ত্র অধ্যয়ন করি।"* সত্যি কথা বলতে কি, শয়তানের অনেক সাঙ্গপাঙ্গ অধ্যাপক এখনও বিভিন্ন তথাকথিত বাইবেল কলেজে, সেমিনারীতে, পুস্তক প্রকাশনায় রমরমিয়ে কাজ করে চলেছে। অবশ্য, তার মানে সবাই যে তার দলের লোক, তা নয়, কিন্তু বাস্তব হল, তাদের সংখ্যা কম নয়। যাইহোক, এখানে শয়তান যীশুর কাছে এসেছে এবং এমন কথা বলেছে, *"আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি দু'বার দ্বিতীয় বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিলে, ভালো কথা। আমিও এখন গীতসংহিতা থেকে পাঠ করছি।"* আপনি কি জানেন, শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এখন কী করছে? তারা এখন তাদের দলীয় সমাবেশ চালাচ্ছে আর দেখছে, কীভাবে বিশ্বাসী আমাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করা যায়। এরজন্য, তারাও বাইবেল পাঠ করে, আর বাইবেলের বিকৃত ব্যাখ্যা করে আমাদের জীবনকে, বিশ্বাসের উত্তরাধিকারকে, ও আমাদের দ্বারা প্রভুর কাজকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। যার ফলস্বরূপ, সুসমাচার প্রচার ব্যহত হয়। তাই, শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সর্বদা যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা হল, বিশ্বাসী আমাদের ঈশ্বর যে আত্মার খড়গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য দিয়েছেন, তা আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, তার ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের আত্মাকে বিদ্ধ করা।

তাই, আমাদের ঘরে কেবল বাইবেল থাকলেই হবে না, সেই বাইবেল পড়তে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য অস্পষ্টভাবে জানি, অল্প জেনে মনে করি সব জেনে বসে আছি, তাহলে সমস্যা আছে। কারণ, শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গরা ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমাদের সেই অল্পজ্ঞানকে ব্যবহার করে, আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করবে। মণ্ডলীর ইতিহাসে আমরা যত ভ্রান্তশিক্ষাকে *(Cults, Heretics, False teachers)* দেখতে পাই, ঈশ্বরের বাক্যের ভুল ব্যাখ্যার ফলেই তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। কেবল তা-ই নয়, এই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষক কখনও অবিশ্বাসীদের কাছে যায় না, তারা কেবল বিশ্বাসীদের কাছেই যায়। কারণ, অবিশ্বাসীদের কাছে তুলে ধরার মতো কোনও সুসমাচার তাদের কাছে নেই। পরিবর্তে সেই সমস্ত নামধারী খ্রীস্টবিশ্বাসী, যারা ঈশ্বরের বাক্যকে কেবল উপরে উপরে জানে, তারা তাদেরকেই টার্গেট করে; কারণ ঈশ্বরের বাক্যের ভুল ব্যাখ্যা করে, তাদেরকে সহজেই বিভ্রান্ত করা সম্ভব।

তাই, আমরা যদি নিজেদের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবি, *"আমি বেশ ভালো আছি। আমি শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হবার পরিস্থিতির মধ্যে নেই। কারণ আমি যথেষ্ট উত্তম জীবন যাপন করে চলেছি। আমার সব ঠিকঠাক আছে।"* তাহলে বুঝতে হবে যে, আপনি শয়তানের জালে ধরা পড়েছেন। কারণ শয়তান সর্বদা বিশ্বাসী আমাদের কাছে যে বিষয়টি আশা করে, তা হল, আমরা যেন আমাদের বন্দুক থেকে গুলি খুলে রাখি, আমাদের জুতো খুলে রাখি, আমাদের শিরস্তান ঘরে ফেলে আসি। সেই সময়ের জন্য সে অপেক্ষা করে আছে। যখনই আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগি, তখন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সেই সময়কে সে আমাদের আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে।

শয়তান যীশুকে নিয়ে ধর্মধামের চূড়াতে উপস্থিত হয়ে যীশুকে এমন কথা বলছে, *"আমি গীতসংহিতা পাঠ করছিলাম। আর সেখানে দেখলাম, ঈশ্বর তাঁর পুত্রের বিষয় এমন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি তাঁকে তাঁর সমস্ত বিপদে রক্ষা করবেন। এখন, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে তোমার বিষয়ে ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞা একবার যাচাই করে দেখ। তার জন্য তুমি একবার এই চূড়া থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে দেখ, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন কি না।* এই যুক্তিতে শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে (গীত ৯১:১১-১২) উদ্ধৃত করেছে। কিন্তু শয়তান খুব চালাক, সে এখানে যদিও ঈশ্বরের বাক্যকে উদ্ধৃত করেছে, ঠিক কথা, কিন্তু, তার দ্বারা সে আসলে তার ব্যক্তিগত স্বার্থপর মন্দ ইচ্ছাই চরিতার্থ করতে চেয়েছে। সে এই দুই পদেকে উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু ইচ্ছা করে ***"তোমার সমস্ত পথে"*** এই কথাকে বাদ দিয়েছে। সে কেবল বলেছে, 'দূতরা তোমাকে রক্ষা করবে,' কিন্তু একথা বলেনি যে 'দূতরা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করবে।' এখন, ***'তোমার সমস্ত পথে'*** কথাকে বাদ দিলে কী আসে যায়? এই কথাকে বাদ দেবার অর্থ, ৯১ গীতে গীতরচক যে ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছে, ***"যে পরাৎপরের (সদাপ্রভুর) অন্তরালে থাকে, সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে,"*** সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে, আর সদাপ্রভু বাধ্য থাকবেন, তার অধার্মিক জীবনের ফলস্বরূপ অকারণে সৃষ্ট বিভিন্ন বিপদে সাহায্য করতে। বাইবেলের কোথাও কি এমন কথা বলা হয়েছে? বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষা কি এই কথা বলে? যেহেতু আমরা বিশ্বাসী, সেইহেতু আমরা যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারি কি? না, বাইবেল কখনও সেই শিক্ষা দেয় না। পরিবর্তে, বাইবেলের সর্বত্র এবং এখানে (গীত ৯১:১১-১২) ঈশ্বর তাঁর সন্তানের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা হল, তাঁর সন্তান যখন 'তার সমস্ত পথে, ' অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে 'ধার্মিকতার পথে' তার জীবন যাপন করে, এবং বিভিন্ন সমস্যা বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তখন ঈশ্বর তাকে রক্ষা করতে তাঁর দূতদের আদেশ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের এই বাক্য কখনও এলোমেলো পদ্ধতি ব্যবহার করে সন্তানের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে যাচাই করার ছাড়পত্র নয়। পরিবর্তে, এই বাক্য হল বিশ্বাসীর বিশ্বাস জীবন-যাপনে ঈশ্বরের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু শয়তান এই বাক্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে, সে বলতে চেয়েছে, ঈশ্বরের পুত্র পাপ করলেও, ঈশ্বরের অবাধ্য হলেও, ঈশ্বর তাঁকে সেই পাপের পরিণাম ভোগ করা থেকে রক্ষা করতে বাধ্য। এখন, ধর্মধামের চূড়া থেকে নিচে ঝাঁপ দেবার মধ্যে যীশুর প্রতি ঈশ্বরের কোনও ইচ্ছাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়; এর দ্বারা পিতা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসই প্রকাশ পায়। তাই, সেদিন যদি যীশু শয়তানের কথা শুনে নিচে ঝাঁপ দিতেন, তাহলে তা হত পিতা ঈশ্বরের প্রতি যীশুর চরম অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কাজ। দেখুন, শয়তান কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের পুত্রকে ধ্বংস করতে ফাঁদ পেতেছে।

আমরা অবশ্য, এমন কথা ভাবতে পারি যে, সেদিন যদি যীশু সত্যি সত্যি সেখান থেকে ঝাঁপ দিতেন, এবং ঈশ্বরের দূতরা এসে তাঁকে তাদের হাতে ধরে নিতেন, তাহলে সেই দৃশ্য দেখে লোকেরা কত হাততালি দিত, যীশুকে তারা তাদের মশীহ বলে স্বীকার করত, আর তাহলে যীশুকে দুঃখভোগ ও ক্রুশের পথকে অনুসরণ করার কোনও প্রয়োজন হত না। এই চিন্তার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, কিন্তু জগতের অভিলাষ পূর্ণ করার চেষ্টাকে দেখতে পাই। শয়তান সর্বদা এই কাজই করে থাকে। আজও সে একইভাবে আমাদের বিপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে, একটা উপপ্রমেয়মূলক *(hypothetical)* প্রশ্ন করতে পারি, যীশু যদি শয়তানের কথা মতো ঝাঁপ দিতেন, ঈশ্বর কি তাঁকে তাঁর দূতদের দ্বারা রক্ষা করতেন? ঈশ্বর যদি যীশুকে রক্ষা করতেন, তাহলে তার দ্বারা এই কথা স্বীকৃত হত যে, তাঁর সন্তান পাপ করলেও, তিনি তাঁকে শাস্তি না দিয়ে রক্ষা করতে বাধ্য। আর তা যদি ঈশ্বর করতেন, তাহলে তিনি কখনও বাইবেলের ঈশ্বর হতেন না, কারণ বাইবেল বলে তিনি ধার্মিক-ন্যায়বিচারক। যে পাপের জন্য পবিত্র ঈশ্বর শাস্তির বিধান নিরুপন করেছেন, নিজের ছেলের জন্য যদি তিনি সেই বিধানকে অস্বীকার করতেন, তাহলে তিনি আর পবিত্র থাকতে পারতেন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

না। বাইবেল কখনও ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচারকে লঙ্ঘন করে ঈশ্বরের প্রেমের কথা বলে না।

তাই, প্রকৃত বিশ্বাসী কখনও অহেতুক বা অকারণে নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে যাচাই করার পাপ করে না। বিশ্বাসী জানে তার বিশ্বাসের জীবন পথে ঈশ্বর সর্বদা তার সঙ্গে আছেন, এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। বিশ্বাসীর দায়িত্ব ধার্মিকতার পথে চলা, ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা নয়। শদ্রক, মৈশক ও অবেদ-নগোর মতো বিশ্বাসী এই কথা স্বীকার করে: ***"যদি হয়, আমরা যাঁর সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ আছেন, আর, হে রাজন, তিনি আপনার হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন; আর যদি না-ও হয়, তবু হে রাজন, আপনি জানবেন, আমরা আপনার দেবদের সেবা করব না, এবং আপনার স্থাপিত স্বর্ণ-প্রতিমাকে প্রণাম করব না"*** (দানিয়েল ৩:১৭-১৮)। যখন ঈশ্বরের সেবা, না শয়তানের সেবা, এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রশ্নের সম্মুখীন তারা হয়েছিল, তারা ঈশ্বরের সেবাকেই বেছে নিয়েছিল, তার জন্য তারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার সেই ঝুঁকি নিয়েছিল। কারণ সেই ঝুঁকিকে এড়িয়ে যাবার অর্থ ছিল, শয়তানের সেবাকে মেনে নেওয়া বা পাপ করা। তাই, তাদের ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের প্রকাশ ছিল, তাদের ধার্মিকতার পক্ষে সাক্ষ্য ছিল; সেখানে শয়তানের কথানুযায়ী ধর্মধামের চূড়া থেকে নিচে ঝাঁপ দেওয়া ছিল ঈশ্বরের প্রতি চরম অবিশ্বাস ও অধার্মিকতার কাজ। যে পিতার পরিকল্পনা অনুসারে যীশু তাঁর স্বর্গীয় সুখকে উপেক্ষা করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, কেবল তাই নয়, যাঁর পরিকল্পনাকে (প্রেরিত ৪:২৮) বাস্তবায়িত করতে তিনি সেই দুঃখভোগ ও ক্রুশের পথকে বেছে নিয়েছেন, যীশু কখনও তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ পোষন করতে পারেন না। তাই, তাঁর বিশ্বস্ততা যাচাই করার কোনও প্রয়োজন যীশুর নেই।

তাই ১২ পদে, যীশু শয়তানকে এই কথা বলেছেন, ***"উক্ত আছে, 'তুমি নিজের ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা কোরো না'।"*** এখন যে বাইবেল ঈশ্বরের সন্তানের প্রতি সেই প্রতিজ্ঞার কথা বলে যে, তিনি তার ধার্মিকতার পথে তাকে রক্ষা করবেন; সেই একই বাইবেল তাঁর সন্তানদের এই শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন অহেতুক বা অকারণে ঈশ্বরের পরীক্ষা না করে (যাকোব ১:১৩)। তাই, শয়তানের সেই ফাঁদকে উপলব্ধি করে, যীশু পুনরায় ২য় বিবরণ থেকে ঈশ্বরের বাক্যকে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে যীশু ২বিবরণ ৬:১৬ পদকে উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে মোশি ইস্রায়েলের দ্বিতীয় প্রজন্মকে তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলেছে: ***"তোমরা মঃসাতে যেমন করেছিলে, তেমনই <u>নিজেদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরীক্ষা কোরো না</u>।"*** এখন মঃসাতে তাদের পূর্বপুরুষরা কী করেছিল, তা যাত্রাপুস্তক ১৭:১-৭ পদে আমরা পাই। সেখানে তাদের পান করার জল ছিল না, আর তাই তারা মোশির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মিসরে ফিরে যেতে ও মোশিকে পাথর মারতে উদ্ধত হয়েছিল। মোশি তখন তাদের বলেছিল, ***"কেন আমার সঙ্গে বিবাদ করছ? কেন সদাপ্রভুর পরীক্ষা করছ?"*** (যাত্রা ১৭:২)। অবশেষে ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে তাদের পিপাসার জল যোগান দিয়েছিলেন, যখন মোশি তার লাঠি দিয়ে সেই পাহাড়ে আঘাত করেছিল, তখন তা থেকে জল বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা সদাপ্রভুর পরীক্ষা করার পর তা ঘটেছিল, যখন তারা এই বলে সদাপ্রভুর পরীক্ষা করেছিল, ***"সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে আছেন কি না?"*** (যাত্রা ১৭:৭)। এখন, ইস্রায়েল যদিও সেদিন সেই ভুল করেছিল, তাদের মধ্যে সদাপ্রভু আছেন কি না, তা জানতে সদাপ্রভুর পরীক্ষা করেছিল; প্রকৃত ইস্রায়েল যীশু খ্রীস্ট কিন্তু তাদের সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না। যীশু শয়তানের চালাকি ধরতে পেরেছেন, শয়তান চেয়েছিল অহেতুক ঝুঁকির মাধ্যমে যীশু যেন ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে পরীক্ষা করেন ও তার দ্বারা পাপ করেন। কিন্তু যীশু জানেন, পিতা ঈশ্বর সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তিনি তাঁর সমস্ত পথে তাঁর প্রতিজ্ঞানুসারে রক্ষা করবেন। আর তাই, তা পরীক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমরা দেখতে পেলাম, যে শয়তান ধর্মীয় মুখোশে, ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করার ভান করে ঈশ্বরের পুত্রকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল, যীশু ঈশ্বরের বাক্যের যথার্থ প্রয়োগ করেই তাকে পরাস্ত করলেন। আমাদেরও ঠিক একইভাবে, ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে জানতে হবে, ও তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। কারণ শয়তানও ঈশ্বরের বাক্য জানে এবং নিজের স্বার্থপর ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সেই বাক্যের অপব্যবহার করতে সে সিদ্ধহস্ত। ভ্রান্তশিক্ষকরা এই কাজে খুবই পারদর্শী, তারা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে আপনি আমাদের মণ্ডলী থেকে যা শিখছেন, তাকে ভুল প্রমাণিত করতে চেষ্টা করবে, এমনকী তার জন্য তারা বাইবেলের বিভিন্ন পদকেও উদ্ধৃত করবে। তাদের ভুলশিক্ষা থেকে দূরে থাকতে হলে, আমাদের নিজেদেরকে সামগ্রিক অর্থে বাইবেল জানতে হবে। কেবল একটি পদ নয়, কিন্তু সেই পদের প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করতে হবে। তার আগে ও পরে কী বলা হয়েছে, তা দেখতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষার উপলব্ধি। তাই, অনুরোধ করব, যদি কোনও কারণে (স্থানান্তর, চাকুরী, ইত্যাদি) আপনি অন্য মণ্ডলীতে যোগ দিতে বাধ্য হন, তাহলে এমন মণ্ডলীকে বেছে নিন, যেখানে বাইবেল কেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হয়, কেবল বাইবেলের পদ উদ্ধৃত করা নয়, কিন্তু বাইবেলের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সমান্তরাল শিক্ষা দেওয়া হয়, যীশুকে ঈশ্বর, প্রভু, পরিত্রাতা, ও খ্রীস্ট বলে স্বীকার করা হয়।

আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যখন শয়তানের বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তখন তার মুকাবিলা করার জন্য ঈশ্বর আমাদের যে অস্ত্র দিয়েছেন, যা স্বয়ং যীশু ব্যবহার করেছিলেন, তা হল, ঈশ্বরের বাক্য। বাইবেলের সত্যই আমাদেরকে শয়তানের পরীক্ষার উপর জয় দেবে। শয়তান আমাদের কাছে মিথ্যা বলবে। তাই, তার সেই মিথাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের সত্য জানতে হবে। যোহন ১৭ অধ্যায়ে, যীশু তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনায় পিতার কাছে তাঁর সন্তানদের জন্য এই বিনতি করেছেন, *"তুমি তাদের সেই পাপাত্মা থেকে রক্ষা কর। তারা এই জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। তাদেরকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ"* (যোহন ১৭:১৫-১৭)। হিতোপদেশ ৩০:৫-৬ পদে ঈশ্বরের বাক্যকে পরীক্ষাসিদ্ধ বলা হয়েছে, তা সত্যসিদ্ধ, অভ্রান্ত। তাই, যখন শয়তান আমাদের কাছে আসে, তখন আমাদের ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে জানতে হবে। **প্রতিদিন আপনার বাইবেল পাঠ করুন**। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কেবল মণ্ডলীতে আসলে বাইবেলের পাতা উল্টান। আপনি মণ্ডলীতে আসছেন, বাক্য-প্রচার শুনছেন, বাইবেল শিক্ষা গ্রহণ করছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু সারা সপ্তাহের মধ্যে যদি এই একটি ঘণ্টা বাইবেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আপনার আত্মা চরম বিপদের মধ্যে আছে। আসুন, ***সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করি, কারণ তা থেকেই জীবনের উদগম হয়***।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com